MAR. 1 8 2[illegible]

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা: ৪ ... কলাম ৩ ...

বেসরকারি শিক্ষকদের দুর্দশা দেখবে কে?

সরকার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের জাতীয় বেতন স্কেলে উন্নীত করেছেন বটে কিন্তু এখনো ইনক্রিমেন্ট এবং স্বাস্থ্যভাতা আগেকার বেতনস্কেল অনুযায়ীই পাচ্ছেন তারা। অর্থাৎ এখন যে শিক্ষকের বেতনস্কেল ৪ হাজার ৩০০ টাকা তিনি ইনক্রিমেন্ট পাচ্ছেন আগেকার ২ হাজার ৮০০ টাকা স্কেল অনুসারে এবং স্বাস্থ্যভাতা আগেকার ১৫০ টাকা পাচ্ছেন। অথচ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জুলাই '৯৭ থেকে নতুন স্কেল অনুযায়ী ইনক্রিমেন্ট এবং ২০০ টাকা স্বাস্থ্যভাতা পাচ্ছেন।

বেসরকারি শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীগণ পান তাদের বেতনস্কেলের মাত্র ৮০% বেতন। তাদের নেই কোনো প্রমোশন, ইনক্রিমেন্ট, গ্রাচুইটি, পেনশন, বোনাস। অথচ দেশের সিংহভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বেসরকারি। সিংহভাগ শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি না করে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন কি করে সম্ভব? শিক্ষককে যদি তার সংসারের ব্যয়ভার বহনের জন্য শিক্ষকতা ছাড়াও অন্য উৎস থেকে আয় করতে হয় তাহলে তিনি কিভাবে শিক্ষকতায় মনোনিবেশ করবেন?

এখনো সরকার ঘোষিত ৯০% বেতন-ভাতা শিক্ষক-কর্মচারীগণ পাননি। অবিলম্বে তা প্রদানের ব্যবস্থা না করলে শিক্ষক-কর্মচারীগণ আরো হতাশ হয়ে পড়বেন। তাদের জন্য ১৯৯৭ সালের নতুন জাতীয় বেতনস্কেল অনুযায়ী ইনক্রিমেন্ট এবং স্বাস্থ্যভাতার বাকি অংশ প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত। অন্যথায় সরকার যে বলে থাকেন আমরা শিক্ষকদের জন্য এই করেছি সেই করেছি তা মুখের বুলি হয়েই থেকে যাবে।

উল্লেখ্য, বেসরকারি শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণ নিয়মিত বেতন-ভাতা পান না। মাঝেমধ্যে ২/৩ মাস বকেয়া হয়ে যায়। এ সময় শিক্ষকরা কিভাবে সংসার চালাবেন তা কে দেখবে? এমনিতেই তারা যে বেতন পান তা নুন আনতে পান্তা ফুরানোর মতো। তার পরেও যদি তা অনিয়মিত হয় তাহলে তিনি কি করে শিক্ষার চাকা সচল রাখবেন? ঈদুল আজহার আগে ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন পাওয়ার কথা থাকলেও শিক্ষক-কর্মচারীগণ তা পেলেন না। তার মানে এদের জন্য ঈদ আসে না বলে কর্তৃপক্ষ মনে করেন। কেন এরকম হলো? সরকার অনেক আগেই সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে চেক হস্তান্তর করেছে। বেতন না পাওয়ায় শিক্ষককে নাজুক পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে। তিনি হয়তো ছেলেমেয়েদের জন্য নতুন পোশাক কিনতে পারেননি, নয়তো কুরবানি দেওয়ার মতো কিছু কিনতে পারেননি। এভাবে কি শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে রাখা যায়?

মোঃ আব্দুল লতিফ
অধ্যক্ষ
ডা. জহুরুল কামাল কলেজ
দুলাই, পাবনা।